নীতি অবলম্বন না করাই উচিত। তাই বলা যায়, ভারত সরকারের ঘাটতি ব্যয়ের নীতি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত।

■ ১৬.১১. ভারতের কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক (Centre-State Financial Relation in India)

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ভারতের সরকারি আয়-ব্যয় ব্যবস্থা এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে আর্থিক ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত। বর্তমানে ভারতে প্রচলিত সরকারি আয়-ব্যয় ব্যবস্থা এবং

Scanned with CamScanner

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে রাজস্বের উৎস ও সংগ্রহ করা রাজস্বের বণ্টন 1950 সালের ভারতীয় সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত।

ভারতীয় সংবিধানে রাজস্বের উৎসগুলি প্রধানত দুটি তালিকায় ভাগ করা হয়েছে। একটি হল **কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List)** এবং অপরটি হল **রাজ্য তালিকা (State List)**। সাধারণভাবে যে সমস্ত রাজস্বের উৎসগুলি সর্বভারতীয় অর্থাৎ যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের সীমানা মেনে চলা সম্ভব নয় সেই সমস্ত উৎসগুলি কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে যে সমস্ত রাজস্বের উৎসগুলি সর্বভারতীয় নয় অর্থাৎ স্থানীয় সেই সমস্ত উৎসগুলি রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া আছে **যুগ্ম তালিকা (Concurrent List)**। এই তালিকার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই কর ধার্য করতে পারে। বর্তমানে এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত রাজস্বের বিষয়টির গুরুত্ব খুবই কম। এছাড়া সংবিধানে যে সমস্ত উৎসের উল্লেখ নেই সেই অবশিষ্ট উৎসগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন।

কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত করগুলি হল ঃ (i) কোম্পানি কর, (ii) অকৃষি সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর, (iii) অকৃষি আয়কর, (iv) বাণিজ্য কর, (v) কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক, (vi) সম্পদ কর ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত করগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(ক) কতকগুলি কর কেন্দ্রীয় সরকার আরোপ করে, আদায় করে এবং সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারই ব্যবহার করে। যেমন, কোম্পানি কর।

(খ) কতকগুলি কর কেন্দ্রীয় সরকার আরোপ করে এবং আদায় করে কিন্তু সংগৃহীত রাজস্বের সম্পূর্ণ অংশই রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করে। যেমন, অকৃষি সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর।

(গ) কতকগুলি কর কেন্দ্রীয় সরকার আরোপ করে এবং আদায় করে কিন্তু সংগৃহীত রাজস্ব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বণ্টিত হয়। যেমন, অকৃষি আয়কর।

(ঘ) কতকগুলি কর কেন্দ্রীয় সরকার আরোপ করে কিন্তু রাজ্য সরকারগুলি আদায় করে বা ব্যবহার করে। যেমন, অ্যালকোহল ব্যবহৃত ঔষধের উপর কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক।

রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করগুলি হল ঃ (i) রাজ্য বিক্রয় কর, (ii) মূল্য সংযোজন কর (VAT), (iii) রাজ্য অন্তঃশুল্ক, (iv) স্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেশন ফি, (v) ভূমি রাজস্ব, (vi) কৃষি আয়কর, (vii) মোটরযানের উপর কর ইত্যাদি।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার মূলত তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে রাজ্য সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় রাজস্বের একটি অংশ বণ্টন করে থাকে।

(১) কেন্দ্রীয় রাজস্বের একটি অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয় মূলত প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর গঠিত অর্থ কমিশনের (Finance Commission) সুপারিশের ভিত্তিতে।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য অনুদান দিয়ে থাকে। রাজ্য সরকারগুলির বাজেটে ঘাটতি পূরণ ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার উন্নয়নমূলক ও কল্যাণমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান করে থাকে, এই সমস্ত কাজের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির উন্নয়নমূলক ও কল্যাণমূলক কাজের মধ্যে সংহতি সাধনের জন্যও কেন্দ্রীয় সরকার অনুদান দিয়ে থাকে। এই অনুদান দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি হল সাধারণ অনুদান (General Grants) এবং অপরটি হল নির্দিষ্ট অনুদান (Specific Grants)।

(৩) প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে ঋণ প্রদান করে থাকে। মূলত উন্নয়নমূলক কাজের জন্য এই ধরনের ঋণ রাজ্য সরকারগুলি নিয়ে থাকে।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টন এবং কেন্দ্রীয় সাহায্য ও অনুদান এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিচার বিবেচনা ও সুপারিশ করার জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রতি 5 বৎসরের জন্য একটি করে কমিশন গঠন করে থাকে। এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে উভয় সরকারের মধ্যে রাজস্ব বণ্টিত হয়।

রাজস্ব বণ্টনের এই কাঠামো পরিকল্পনার শুরু থেকেই কাজ করছে। 1970-এর দশক পর্যন্ত রাজস্ব বণ্টনের এই কাঠামো কোনো সমালোচনা ছাড়াই কাজ করছিল, কারণ স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি একই রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিল। তাই এই সময় রাজস্ব বণ্টনের কাঠামো বদল

Scanned with CamScanner

করার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। কিন্তু 1970-এর দশক থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি একই রাজনৈতিক দলভুক্ত না হওয়ায় কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ততর হতে থাকে। এই পটভূমিকায় কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের বিষয়ে সর্বাধিক সমালোচনা করেছে তামিলনাড়ুর ডি.এম.কে. সরকার নিযুক্ত রাজমান্নার কমিটি এবং পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার (1978)। তাদের মতে রাজ্যগুলির আর্থিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করে এবং কেন্দ্রের আধিপত্য খর্ব করে একটি আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলা উচিত।

রাজ্য সরকারগুলির বিক্ষোভের কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলি হল ঃ

(১) রাজ্যগুলির মতে ভারতীয় সংবিধানের মধ্যেই বিরোধের বীজ সুপ্ত আছে। ভারতীয় সংবিধান এমনভাবে রচিত হয়েছে যাতে শক্তিশালী হয় কেন্দ্র এবং দুর্বল ও নির্ভরশীল হয়ে পড়ে রাজ্যগুলি। রাজ্যগুলির মতে এই অবস্থা বর্তমানে চলতে দেওয়া উচিত নয়।

(২) ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজ্যে রাজ্যে কিন্তু বিরাট ব্যবধান বর্তমান। সেই ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো সম্ভব যদি রাজ্যের হাতে অধিক আর্থিক সম্পদ বর্তমান থাকে।

(৩) স্বাধীনতার পর থেকে কেন্দ্র তার আর্থিক পরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি করে চলেছে ফলে রাজ্যগুলি কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকারকে জনসাধারণের জন্য যতটুকু দায়দায়িত্ব পালন করতে হয় তার তুলনায় অনেক বেশি আর্থিক সম্পদ কেন্দ্রের হাতে আছে অথচ রাজ্যগুলি যথোপযুক্ত আর্থিক সম্পদের অভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করতে পারছে না। রাজ্যগুলির মতে এটি কাম্য নয়।

(৫) কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের উৎসগুলি খুব বেশি স্থিতিস্থাপক কিন্তু সেই তুলনায় রাজ্য সরকারের আয়ের উৎসগুলি অস্থিতিস্থাপক, ফলে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল হতে হয়।

(৬) বর্তমান কাঠামোর মধ্যে রাজ্যগুলির আর্থিক কাঠামো যতটুকু বৃদ্ধি পেতে পারে কেন্দ্র সেই চেষ্টাও করেনি।

(৭) এমন অনেক বিভাগ আছে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েই কাজ করছে ফলে অর্থের অপচয় ঘটছে।

(৮) রাজস্ব হস্তান্তরের জন্য অর্থ কমিশন নিযুক্ত হলেও মোট কেন্দ্রীয় রাজস্বের এক তৃতীয়াংশের মতো রাজস্ব রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের সুপারিশ করে অর্থ কমিশন। ফলে কেন্দ্রীয় রাজস্বের বাকি প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয় কেন্দ্রীয় সরকার ও পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে। রাজস্বের এই দুই তৃতীয়াংশ কেন্দ্রীয় সরকার নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে কেন্দ্রের উপর রাজ্যগুলির নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করে থাকে। কেন্দ্রের উপর রাজ্যগুলির নির্ভরশীলতা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে রাজ্যগুলি আর্থিক স্বাতন্ত্রতা ততই হারিয়ে ফেলছে। এছাড়া অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ কমিশনের সম্পূর্ণ সুপারিশ না মেনে রাজ্যগুলিকে আর্থিক সংকটে ফেলে দেয়।

(৯) কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় প্রথম থেকেই আর্থিক সম্পদ স্থানান্তরের ব্যাপারে বৈষম্যমূলক আচরণ করে আসছে বলে অনেক রাজ্য মনে করে। এই বৈষম্য সৃষ্টি করে থাকে কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এটি কাম্য হতে পারে না।

(১০) কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার সময়ও সুকৌশলে রাজ্য সরকারগুলিকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে। যেমন, অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কৃষি ব্যতীত আয়কর থেকে সংগ্রহ করা রাজস্বের একটি বৃহৎ অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বণ্টন করে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার নিজের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য আয়করের উপর সারচার্জ ধার্য করে সেই অর্থ নিজের তহবিলে রাখে। অর্থ কমিশনের সুপারিশে আয়করের উপর সারচার্জ বণ্টনের কোনো নীতির উল্লেখ না থাকায় কেন্দ্র এর সুবিধা নিচ্ছে। রাজ্যগুলির মতে এটি কাম্য নয়।

রাজ্য সরকারের ন্যায় কেন্দ্রীয় সরকারও তাদের পক্ষে কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করে। উল্লেখযোগ্য যুক্তিগুলি হল :

(১) কেন্দ্রীয় সরকারের মতে রাজস্ব বণ্টনের যে ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত আছে তার সামান্য কিছু পরিবর্তন করা যেতে পারে, কিন্তু খুব বেশি পরিবর্তন সম্ভব নয়।

Scanned with CamScanner

(২) কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তন হলে দেশের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হবে এবং ঐক্যবদ্ধ ভারত বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে যাবে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকারের মতে রাজ্যগুলির প্রাপ্ত বর্তমান আর্থিক ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারছে না। ফলে আরো বেশি ক্ষমতা পেলে তারা যে যথাযথ ব্যবহার করতে পারবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকারের মতে রাজ্যগুলির রাজস্ব বৃদ্ধির কিছু কিছু সুপারিশ রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়েছে। যেমন কৃষি আয়করের মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধি। রাজনৈতিক কারণে কিন্তু কোনো রাজ্যই এই ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে না।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় যে, বর্তমানে যে আর্থিক সম্পর্ক কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বিরাজ করছে সেটি যে সন্তোষজনক নয় তার অন্যতম প্রমাণ হল কেন্দ্র থেকে ঋণ ও অনুদানের উপর এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ওভার ড্রাফট-এর পরিমাণের উপর রাজ্যগুলির অতি মাত্রায় নির্ভরশীলতা। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যগুলি আর্থিক দিক দিয়ে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকছে।

উপসংহারে বলা যায়, কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের বিষয়টি সহজভাবে গ্রহণ করা কোনো মতেই কাম্য নয়। রাজ্যগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে রাজনৈতিক কারণে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও বেশিরভাগ রাজ্যই কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের পরিবর্তন চাইছে। তবে এই বিষয়ে আলোচনার সময় কতকগুলি মৌলিক বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া উচিত। যেমন দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা, দেশের প্রশাসনিক দায়িত্বের জন্য প্রয়োজন মতো অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া, রাজ্যগুলির কাজে কেন্দ্রের অযথা হস্তক্ষেপ না করা। এছাড়া রাজ্যগুলির উপর চাপ দিয়ে অনুৎপাদনশীল ব্যয় বন্ধ করা, একই উৎস থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অর্থ আদায় না করা এবং অর্থ সাহায্যে বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ করা। বর্তমানে কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের বিরোধ কিন্তু পূর্বের ন্যায় প্রকট নয়।

প্রশ্নব্যাঙ্ক

Scanned with CamScan